গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা

বিষয়: বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র গত ০৭-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতির নাম	:	নাজিমউদ্দিন চৌধুরী, সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
সভার তারিখ	:	০৭-০৩-২০১৮
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক গৃহীত ৩(তিন) টি কর্মসূচি পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএমসি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পতাকা 'ক' দ্রষ্টব্য।

০.২. **আলোচনা:**

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপ-সচিব (বাজেট) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ৩ (তিন) টি সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরুপঃ

২.১. **প্রথম কর্মসূচি :** "বাংলাদেশের উত্তোলনযোগ্য সাদামাটির উপস্থিতি, বিস্তার,মজুদ গুনগতমান ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন"।

আলোচ্য কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৫৯.১২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুন-২০১৮ - জুলাই-২০২১ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সভায় জানান হয় যে, দেশে উত্তোলনযোগ্য সাদামাটির মজুদ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা; সাদামাটির গুনগতমান নির্ণয় করে যথাযথ কাজে ব্যবহারের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান ও এর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১১ টি জেলার ২৮ টি উপজেলায় সাদামাটির উপস্থিতি নির্ণয় করা হবে । এ বিষয়ে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব রেশাদ মুহাম্মদ ইকরাম আলী জানান যে, সিরামিক শিল্পে প্রধান কাঁচামাল হিসেবে সাদামাটি ব্যবহৃত হয়। যার প্রায় ৯০% বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন যে, কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের সময়কাল কমিয়ে ২ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

২.২. **দ্বিতীয় কর্মসূচি :** "রাসায়নিক গবেষণা কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাগার আধুনিকীকরণ"।

কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় ৮১৬.৩৫ লক্ষ টাকা এবং এর বাস্তবায়ন কাল জুন ২০১৮ - জুলাই ২০২১ পর্যন্ত সময়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। সভায় মহাপরিচালক, জিএসবি জানান যে, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে আরো গতিশীলতা আনয়ন, অধিকতর মান সম্পন্ন গবেষণা পরিচালনা ও গবেষণার সহায়তা প্রদানের জন্য রাসায়নিক গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ ও জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান ল্যাবরেটরী চালু রেখে উন্নয়ন কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর কর্মসূচিটি এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

২.৩. **তৃতীয় কর্মসূচি :** "দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির আধার অনুসন্ধান"।

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির আধার অনুসন্ধান শীর্ষক কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ৭২৯.০০ লক্ষ টাকা এবং কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে জুন-২০১৮ -জুলাই ২০২১ সময় পর্যন্ত। জিএসবি'র মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ভূগর্ভস্থ অগভীর এবং গভীর সুপেয় পানির আধার সমূহ অনুসন্ধান ও নিরুপণ; উলম্ব এবং আনুভূমিকভাবে লবনাক্ততার ভিন্নতার মাত্রা নির্ণয়করণ; সুপেয় পানি এবং লবনাক্ত পানির ইন্টারফেস নিরুপণ; হাইড্রোলোজিক্যাল মানচিত্রায়ণ ও মডেল প্রণয়ন; উপকূলীয় এলাকার জলাধারের উপর জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব নির্ণয়ের প্রচেষ্টা-প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপ-সচিব জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন যে, কর্মসূচিটি খুবই সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের কোস্টাল এলাকায় খাবার পানির চাহিদা অপরিসীম কিন্তু সুপেয় পানির তীব্র অভাব। এলাকার স্থানীয় জনসাধারণ ১০-১২ কিঃ মিঃ দূর হতে খাবার পানি সংগ্রহ করেন। তিনি কাজের পরিধি আরো বিস্তৃত করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত রেখে কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর কর্মসূচিটি গ্রহণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

অপর পৃষ্ঠায়:

২.৪. বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

ক) "বাংলাদেশের উত্তোলনযোগ্য সাদামাটির উপস্থিতি, বিস্তার, মজুদ গুনগতমান ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" শীর্ষক কর্মসূচিটি ২ (দুই) বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

খ) "রাসায়নিক গবেষণা কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাগার আধুনিকীকরণ" শীর্ষক কর্মসূচিটি ১ (এক) বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ) "দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির আধার অনুসন্ধান" শীর্ষক কর্মসূচিটি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত রেখে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ) আলোচ্য কর্মসূচিসমূহের পিপিএনবির ছক সংশোধন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০.৩. সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০২-০৪-২০১৮
(নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
ও
সভাপতি
বাজেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

নং ২৮.০৪.০০০০.০১২.২০.০০১.১৫- ১২৯ — তারিখ: ০৩.০৪.২০১৮ খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা {(দৃঃ আঃ অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট-০৫)}।
২. চেয়ারম্যান, বিপিসি, চট্টগ্রাম{(দৃঃ আঃ পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ)}।
৩. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা {(দৃঃ আঃ পরিচালক (অর্থ)}।
৪. বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বিপিআই, উত্তরা, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন),)জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৮. অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. সচিব, বিইআরসি, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২. উপ-সচিব (বাজেট শাখা-১৫) অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
১৩. পরিচালক, শিল্প ও শক্তি সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৪. উপ-প্রধান, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৫. সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

১৬. পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৭. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৮. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
২০. আইসিটি কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২১. অফিস কপি।

৩/৪/১৮

(মোঃ আঃ খালেক মল্লিক)
উপ-সচিব (বাজেট)
ফোন-৯৫৭১১২৭